দৈনিক ইনকিলাব

008

তারিখ 22 MAR 1987
পৃষ্ঠা 3 কলাম 2

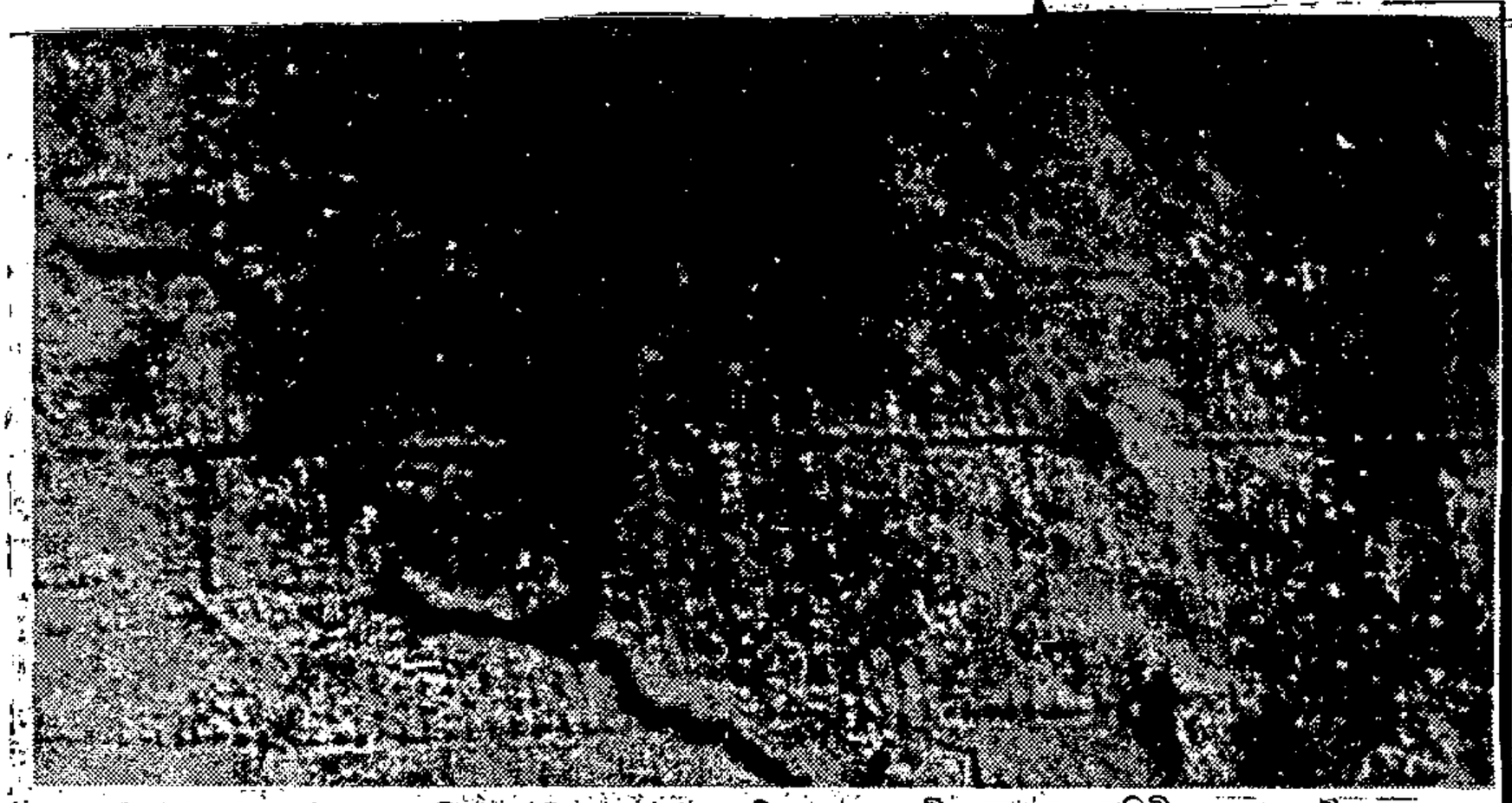

ইরাকের ঐতিহাসিক সিপার নগরীতে আবিষ্কৃত পাঠাগারটির আভ্যন্তরীণ দেয়ালে আসিরীয় যগের কীলকারক বর্ণমালার উৎকীর্ণ ফলকের দৃশ্য।

ব্যাবিলনে আসিরীয় যুগের উৎকীর্ণ বর্ণমালার পাঠাগার আবিষ্কৃত

বাগদাদের ৪০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে ব্যাবিলনের সিপার অঞ্চলে ইতিহাসের প্রাচীনতম একটি পাঠাগার আবিষ্কৃত হয়েছে। সেখানে প্রাচীন পারস্যের আসিরীয় যুগের ২ সহস্রাধিক কীলকারক বর্ণমালার উৎকীর্ণ ফলকের নিদর্শন রয়েছে।

খৃষ্টপূর্ব দু'হাজার সালের পূর্ববর্তী এ পাঠাগারটিতে কারিগরি ও প্রত্নতাত্ত্বিক দিক দিয়ে প্রাচীন পাঠাগারের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য বর্তমান যা ইতিপূর্বে পরিদৃষ্ট হয়নি।

বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা কলেজের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ (প্রত্নতত্ত্ব সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায়) এ পাঠাগারটি আবিষ্কার করেছে। এটি ঐতিহাসিক সিপার নগরীর প্রধান উপাসনাগারের মধ্যে অবস্থিত।

পাঠাগারটি ৪ দশমিক ২০ মিটার দীর্ঘ, ২ দশমিক ৭০ মিটার প্রশস্ত ও ১ দশমিক ২০ মিটার উচ্চ। প্রত্নতত্ত্ববিদরা এখন পাঠাগারটি রক্ষণাবেক্ষণ করছে এবং এর ওপর গবেষণা চালাচ্ছে।

পাঠাগার ভবনটি মাটির ইটের গাঁথুনী দিয়ে তৈরী এবং ছাদের আস্তরণ করা হয়েছে এস্‌ফল্ট-কোটেট ইটের দ্বারা। কাঠের সমন্বয়ে জিপসাম (নরম খনিজ পদার্থ) দ্রব্যে গঠিত এর ভেতরকার দেয়ালগুলো বিভিন্ন র‍্যাক বা তাকযুক্ত। অর্ধ বক্রাকৃতির প্রতিটি তাক কাদামাটি ও নল দিয়ে তৈরী।

৬৬টি তাকের মধ্যে আসিরীয় যুগের ২ সহস্রাধিক মৃন্ময় গঠিত কীলকারক বর্ণমালার উৎকীর্ণ ফলক রয়েছে। প্রত্নতত্ত্ববিদরা আরো গভীরে খনন কাজ চালালে এসব ফলকের সংখ্যা সম্ভবতঃ বৃদ্ধি পাবে। এসব ফলকনামায় প্রাচীন সামারীয় ও আক্কাডীয় ভাষার কীলকারক বর্ণমালাগুলো অত্যন্ত সুন্দরভাবে উৎকীর্ণ করা হয়েছে। উৎকীর্ণ লেখাগুলোতে এই লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ফলকগুলো অতি দক্ষহাতে বর্ণাঙ্কিত। ফলকগুলোর বিষয়বস্তুর কথা চিন্তা করলে সামারীয় ও আক্কাডীয় সভ্যতার ইতিহাস ও ঘটনাবলী স্মৃতিপটে জাগরুক হয়ে উঠে। এছাড়া এতে রয়েছে ভাষাবিষয়ক, ধর্মগত, ভৌগোলিক ও প্রসঙ্গগত খাঁটি বৈজ্ঞানিক ফলকের নিদর্শন।

খৃষ্টপূর্ব ২ হাজার ৯ শত সালে এই সিপার নগরী আক্কাডীয়, সামারীয় ও ব্যাবিলনীয় শাসকদের শাসনাধীন ছিল। ব্যাবিলনীয় আমলের সর্বশেষ রাজা নাবু নালেদের প্রাক প্লাবন যুগের ৫টি উল্লেখযোগ্য নগরের মধ্যে অন্যতম এই সিপার নগরী। চারদিকে প্রাচীর ঘেরা ঐতিহাসিক এ সিপার নগরী ৯৬ হেক্টর একর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪১ কিলোমিটার উঁচুতে অবস্থিত। এই নগরীটি ধর্মীয় এলাকা (যেখানে প্রধান উপাসনাগার অবস্থিত) এবং রাজকীয় প্রাসাদ ও সাধারণ জনবসতি এলাকা হিসেবে বিভক্ত।

বাগদাদ অবজারভার পত্রিকার সম্পাদক লিখেছেনঃ এই প্রথমবার একটি প্রাচীন পাঠাগার আবিষ্কৃত হলো, যাতে আসিরীয় যুগের বর্ণমালার ফলকগুলো যুক্তিসঙ্গতভাবে ভালো অবস্থায় আছে। অতীতে বহুসংখ্যক পাঠাগার আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু সে সবের জিনিসপত্র বিক্ষিপ্ত ও ভগ্নদশায় ছিল এবং ফলকগুলোর অধিকাংশই পাঠযোগ্য ছিল না। প্রাচীনকালে ইরাকীরা কিভাবে পাঠাগার নির্মাণ করতো এবং এর রক্ষণাবেক্ষণ ও শ্রেণী-বিন্যাসের ব্যবস্থাই বা কেমনভাবে সমাধা হতো, সর্বশেষ আবিষ্কৃত এই পাঠাগারের মাধ্যমে প্রাচীন আসিরীয় সভ্যতার ধারা বিকাশের সে পরিচয়ই পরিস্ফুট হবে।

তরযমাঃ হাসান আবদুল গোফরান (বাগদাদ অবজারভার-এর সৌজন্যে)